দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 13 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

13

ডিসকভারী অব হলি কোরআন সোসাইটি

মক্তব বোর্ড গঠন করে ৬৮ হাজার গ্রামে মক্তব চালু করতে সরকারের কাছে জোর দাবী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ গত ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার ঢাকাস্থ শান্তিনগরে "ডিসকভারী অব দ্য হলি কোরআন ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি"-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হারবাল ওষুধ গবেষক, চিকিৎসক, বিশিষ্ট সমাজসেবক ডাক্তার আলমগীর মতির সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'আগামী প্রজন্মকে সন্ত্রাসমুক্ত তথা শান্তির দূত হিসেবে গড়ে তুলতে হলে মক্তবের শিক্ষা অপরিহার্য'।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, সোসাইটির প্রেসিডিয়াম সদস্য সর্বজনাব মোঃ ফিরোজ আলম, প্রিন্সিপ্যাল তফাজ্জল হোসেন, এডভোকেট এম এ আজিজ সরকার, হাকিম ডাঃ মোঃ আনোয়ার মুশতাক, জাহাঙ্গীর আলম বাদল শরিয়তপুরী ও হাজী শাহ আলম চৌধুরী প্রমুখ। উক্ত সভা পরিচালনা ও বক্তব্য উপস্থাপন করেন সোসাইটির মহাসচিব মনির উদ্দীন পন্ডিত।

বক্তাগণ দেশে মক্তবের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, শিশুদেরকে প্রাতঃকালীন মক্তবের শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হিসেবে নীতিমালা ঘোষণা করা অতি জরুরী। অন্যথায় আগামী প্রজন্ম আরো বেশী পথভ্রষ্ট তথা বিপথগামী হবে। প্রবাদ বাক্যে বলে কাঁচামাটিকে যেমনি গড়ে তেমন হয়। সুতরাং আমরা সকলেই জানি ও বুঝি সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষার আলো প্রথম জীবনে শিশুদের মনে জ্বালিয়ে দিতে পারলেই শিশুদের ভবিষ্যত জীবনের অন্ধকার দূর হয়ে সত্য ও শান্তির পথে চলার সুযোগ পাবে। তাই শিক্ষার প্রথম সিঁড়ি হলো 'মক্তব'। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আচার আচরণ, আদব-কায়দা, ভদ্রতা-নম্রতা, মানবতা, হারাম, হালাল, ভাল-মন্দ সর্বোপরি একজন সৎ চরিত্রের তথা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার একমাত্র প্রথম পদক্ষেপ ও উপযুক্ত স্থান হল প্রাতঃকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মক্তব'।

অতএব, বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে অন্ততঃ ৬৮ হাজার 'মক্তব' সরকারী উদ্যোগে চালু করা একান্ত অপরিহার্য। সুতরাং গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, মহল্লায়-মহল্লায় অন্ততঃ (মসজিদকেন্দ্রিক হলেও) একটি করে 'মক্তব' প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে সরকারী ও বেসরকারী সকল মক্তবগুলোকে সুচারুভাবে চালু রাখার জন্য আর্থিক সহযোগিতা এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি পৃথক 'মক্তব বোর্ড' গঠনকরতঃ বার্ষিক বাজেটে ইহার ব্যয় বরাদ্দ রাখার জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাবটি পেশ তথা জোর দাবী জানানো হয়।